# শেখ হাসিনার স্বাক্ষরসহ পাসপোর্ট ফেরত চেয়ে হাইকমিশনে ফের ই-মেইল



শেখ হাসিনা। ছবি: সংগৃহীত

বাতিল হওয়া পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ফিরে পেতে আবারও বাংলাদেশ হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আইনজীবীরা। এবার তার স্বাক্ষরিত ওকালতনামাসহ দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনে ই-মেইল পাঠিয়েছে লন্ডনের আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ম্যাট্রিক্স চেম্বারস।

বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) পাঠানো ই-মেইলে পাসপোর্ট ও এনআইডি ফেরত পাওয়ার জন্য কী ধরনের আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে, তা জানতে চেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এর মাধ্যমে শেখ হাসিনার পক্ষে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আনুষ্ঠানিক অনুমতিপত্রও জমা দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ৯ নভেম্বর প্রথমবারের মতো হাইকমিশনে ই-মেইল পাঠিয়েছিল ম্যাট্রিক্স চেম্বারস। ওই বার্তায় বাতিল হওয়া পাসপোর্ট ও এনআইডি ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়া জানতে চাওয়া হলেও হাসিনার স্বাক্ষরিত কোনো অনুমতিপত্র যুক্ত ছিল না। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে তারা জানতে পেরেছে, হাইকমিশন আগের ই-মেইলটি পেয়েছে। তবে ১০ দিনেও কোনো জবাব না পাওয়ায় ফের যোগাযোগ করেছে তারা।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা হারানোর পর ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। এর দুই দিনের মাথায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল করে। একই সঙ্গে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রও বাতিল করা হয়।

পাসপোর্ট ও এনআইডি ফেরত চেয়ে হাসিনার আইনজীবীদের যোগাযোগের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর চলতি মাসের ৯ তারিখে সরকারের একাধিক মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, তাকে নতুন করে এসব নথি দেওয়ার সুযোগ নেই। ঢাকার অবস্থান, হাসিনা একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি। ভারতের সঙ্গে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ২০২৪ সালের আন্দোলন দমনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাকে তার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেন। এরপর তাকে দেশে ফেরানোর বিষয়ে ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ প্রত্যর্পণের দাবি জানালেও ভারত বিষয়টি আইনি ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিবেচনার কথা জানিয়েছে।

এ অবস্থায় পাসপোর্ট ও এনআইডি ফিরে পাওয়ার উদ্যোগকে ঘিরে নতুন করে আলোচনা তৈরি হয়েছে। তবে এসব নথি ফিরে পেলেই তার দেশে ফেরার পথ খুলবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। আদালতের রায় ও প্রত্যর্পণসংক্রান্ত জটিলতা এখনো বড় বাধা হয়ে রয়েছে।